বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ

১৪/৬-১৪/২৩, পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬
ফোন: ০১৭৬৯-৭২১০১০, ফ্যাক্স: ০২-৫৮০৫১০১০
ই-মেইল: regoffice@bsmrmu.edu.bd, ওয়েব: www.bsmrmu.edu.bd

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

দৈনিক ইনকিলাবের ৩১ আগস্ট ২০২৪ সংখ্যায় **'নিয়োগ বাণিজ্যের তথ্য ফাঁস করায় চাকরিচ্যুত হচ্ছেন সহকারী রেজিস্ট্রার ওসমান'** শীর্ষক শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এর নজরে এসেছে। প্রকাশিত সংবাদে জনাব মো: ওসমান হারুন-অর-রশীদকে চাকরিচ্যুত করার বিষয়ে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সংবাদের প্রকৃত সত্যতা যাচাই-বাছাই এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য গ্রহণ না করে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ভুল সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। ভুল সংবাদ প্রকাশের ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী সম্পর্কে পাঠকের মাঝে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিয়ে আদালতে রিট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকায় বিচারাধীন বিষয় নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পূর্বে দৈনিক ইনকিলাবের মতো একটি জনপ্রিয় জাতীয় পত্রিকার আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে। এমতাবস্থায়, প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য নিম্নরূপ :

সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হওয়ায় জনাব মো: ওসমান হারুন-অর-রশীদ কর্তৃক রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগটি ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। জনাব মো: ওসমান হারুন-অর-রশীদ, সহকারী রেজিস্ট্রার (সংস্থাপন) পদের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই নিয়োগ বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হন এবং জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অবৈধ প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। নিয়োগ বাণিজ্যে একচ্ছত্র প্রভাব ধরে রাখার লক্ষ্যে তিনি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সহকর্মীদের ফাঁসানোর চেষ্টা করেন। জনাব মো: ওসমান হারুন-অর-রশীদ নিজের শ্যালককে দুর্নীতি ও অবৈধ প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদে নিয়োগ নিশ্চিত করেন। তিনি তথ্য গোপন ও মিথ্যা তথ্য সংবলিত জাল অভিজ্ঞতা সনদ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার পদে চাকরি গ্রহণ করেন। উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনাব মো: ওসমান হারুন-অর-রশীদ-এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, তিনি ইতঃপূর্বে গ্যারেজ নির্মাণের টাকা আত্মসাতের কারণে বার কাউন্সিল-এর চাকরি হতে টারমিনেট হন। এছাড়াও শিক্ষকদের অবৈধভাবে চাকরিচ্যুত করার যে অভিযোগটি উত্থাপিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শিক্ষকগণের স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অব্যাহতির আবেদনের প্রেক্ষিতে তাদেরকে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। তবে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিধি মোতাবেক তাকে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

ভুল তথ্য প্রকাশের ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ নৌবাহিনী সম্পর্কে পাঠকের মাঝে সৃষ্ট নেতিবাচক ধারণা নিরসনের সঠিক তথ্য প্রকাশ করা জরুরি বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে। তাই যথাযথ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত সংবাদের সংশোধনী প্রকাশের জন্য সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মো: মাইনুর রহমান
উপ-পরিচালক
পাবলিক রিলেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন।

GD-148687 (7"×4)